বীরমাতরমাহূয় সুনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ। প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যষিঞ্চন্ পতিং ভুবঃ ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেণমত্যুগ্রশাসনং। নিলিল্যুর্দস্যবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ ॥ ৩ ॥
স আরূঢ় নৃপস্থান উন্নদ্ধোঽষ্টবিভূতিভিঃ। অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সম্ভাবিতঃ স্বতঃ।
এবং মদান্ধ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ। পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ন্নিব রোদসীং।
নযষ্টব্যং নদাতব্যং নহোতব্যং দ্বিজাঃ ক্বচিৎ। ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৪ ॥
বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্ব্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতং। বিমৃষ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

অমাত্যাদীনাং প্রকৃতীনাং অসম্মতমপি প্রকৃত্যা সম্মতমিতি পাঠান্তরে প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈবাসম্মতং ॥ ২ ॥
চৌরাঃ লীনা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥
আরূঢ়ং নৃপস্থানং রাজস্থানং যেন অষ্টবিভূতিভিঃ লোকপালৈশ্বর্য্যৈঃ ॥ ৪ ॥
সত্রিণঃ মিলিতাঃ সন্তঃ ॥ ৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

স্বতঃ স্বেনৈব সম্ভাবিতঃ শূরোহং পণ্ডিতোহমিত্যেবং কৃতাত্ম সম্ভাবনঃ আত্মসম্ভাবিত ইতি চিংসুখঃ ॥ ৪ ॥
এবমিতি যুগ্মকং ॥ ৪ ॥ সত্রিণঃ সত্রিত্বাবস্থায়াং মিথো মিলনং ভবতীতি তদা মিলিতাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

প্রকৃত্যসম্মতং প্রকৃত্যা সম্মতমিতি পাঠদ্বয়ং। প্রকৃতিরমাত্যাদিঃ স্বভাবশ্চ তাসাং তয়াচ অসম্মতঃ ॥ ২। ৩ ॥
অষ্টবিভূতিভিরষ্টদিগ্বর্ত্তিনীভিঃ সম্পত্তিভি রিতি সপ্তদ্বীপাধিপত্যং ধ্বনিতং। স্তব্ধো গর্ব্ববান্। স্বতঃ স্বেনৈব সম্ভাবিতঃ শূরোহং পণ্ডিতোঽহমিতি কৃতাত্ম কথনঃ ॥ ৪। ৫ ॥

সকল মুনির লোক মঙ্গল চিন্তাই কর্ম্ম ছিল, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যেমন রক্ষক অভাবে বৃক শৃগালাদি হইতে মেষাদি পশুর বধ সম্ভাবনা হয় তাহার ন্যায়, নৃপ বিরহে প্রজাপুঞ্জের দস্যুদল হইতে বিনাশের সম্ভব হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

অতএব বেদবক্তা ব্রাহ্মণেরা বীরপ্রসবিনী সুনীথাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, যদিও অমাত্য প্রভৃতির তাহাতে আন্তরিক সম্মতি হইল না তথাচ বেণকে পৃথিবীর পতিত্বে অভিষেক করিলেন ॥ ২ ॥

প্রচণ্ড শাসন বেণ নৃপাসনে আসীন হইয়াছেন শুনিয়া, চোরগণ যেমন সর্পভয়ে ত্রাসিত হইয়া উন্দুর সকল গর্ত্ত মধ্যে লুকায়িত হয় তাহার ন্যায়, একবারে অন্তর্হিত হইল ॥ ৩ ॥

বেণও রাজাসনে আরূঢ় হইয়া লোকপাল সকলের অষ্টৈশ্বর্য্য দ্বারা দিন দিন অধিকতর উদ্ধত হইতে লাগিল এবং আপনিও আপনাকে সম্ভাবিত অর্থাৎ আমিই শূর, আমিই পণ্ডিত ইত্যাদি অভিমান দ্বারা স্তব্ধ হইয়া মহাভাগ ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তির ন্যায় রথারূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিত, তাহার ভ্রমণে স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পমান হইত। অনন্তর সে সকল স্থানে ভেরী দ্বারা ঘোষণা দিয়া এই কথা বলিল, অহে! ব্রাহ্মণ সকল সাবধান সাবধান, কখন যাগ বা হোম করিও না। এই প্রকারে আপনার অধিকার মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে রহিত করিয়াদিল ॥ ৪ ॥

দুর্ব্বৃত্ত বেণের এই প্রকার অসদাচরণ অবলোকন করিয়া মুনিগণ বিবেচনা করিলেন লোক সকলের মহা বিপদ্ উপস্থিত, অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া সাদর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকস্য ব্যসনং মহৎ । দারুণ্যুভয়তো দীপ্ত ইব তস্করপালয়োঃ ॥ ৬ ॥
অরাজকভয়াদেষ কৃতো রাজাঽতদর্হণঃ । ততোপ্যাসীদ্ভয়ং ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাং ॥ ৭ ॥
অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্যাপ্যনর্থভৃৎ ॥ ৮ ॥
বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ সুনীথাগর্ভসম্ভবঃ । নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
তথাপি সান্ত্বয়েমামুং নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ । তদ্বিদ্বদ্ভিরসদ্বৃত্তো বেণোঽস্মাভিঃ কৃতোনৃপঃ ।

শ্রীধরস্বামী ।

মূলত শ্চাগ্রতশ্চ দীপ্তে জ্বলিতে কাষ্ঠে তন্মধ্যবর্ত্তিনাং পিপীলিকাদীনাং যথা উভয়তো ব্যসনং এবং তস্করেভ্যঃ পালকাচ্চ দুঃখং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তদেবাহুঃ অরাজকভয়াদিতি অতদর্হণঃ রাজ্যানর্হঃ ॥ ৭ ॥
অস্মাকমপ্যনিষ্টং জাতমিত্যাহুঃ । অহের্যথা পয়ঃ পোষঃ ক্ষীরেণ পোষণং পোষকস্যাপ্যনর্থং বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি ॥ ৮ ॥
তদেবাহু বেণ ইতি । নিরূপিতো নিযুক্তোঽস্মাভিঃ ॥ ৯ ॥
সান্ত্বয়েম অমূন্ উপপত্তিভিঃ প্রার্থয়িষ্যামঃ । তস্ত পাতকং । স্বস্য তৎপাতক স্পর্শে হেতুঃ তৎপাতকং বিদ্বদ্ভিঃ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

উভয়ত ইতি । বন দুর্গাদৌ পলায়নে তস্করেভ্যঃ রাষ্ট্রে স্থিতৌ পালাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
অরাজকেতি সার্দ্ধকং ॥ ৭ ॥
টীকায়াং পুষ্ণাতীত্যনন্তরং । তথা ততোপ্যাসীদ্ভয়মিত্যন্বয় ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥
মুনয় উচুরিতি বহুত্র নাস্তি ॥ ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

মূলতশ্চাগ্রতশ্চ দীপ্তে প্রজ্বলিতকাষ্ঠে তন্মধ্যবর্ত্তিনাং পিপীলিকাদীনাং যথা উভয়তো ব্যসনং এবং লোকস্য দুর্গাদৌ পলায়নে তস্করাৎ রাষ্ট্রে স্থিতৌ পালকাৎ রাজতোভয়মিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
অতদর্হণঃ রাজ্যানর্হঃ দেহিনামন্যেষাং কা কথা অস্মাভিরেবায়মভিষিক্তঃ সংপ্রত্যয়মস্মানেব ন যষ্টব্যমিত্যাদ্যাজ্ঞয়া শাস্তীত্যাহুঃ অহেরিতি ॥ ৭ । ৮ । ৯ ॥
সান্ত্বয়েম উপপত্তিভিঃ প্রবোধয়াম তথা সতি অস্মান্ পাপং ন স্পৃশেৎ অন্যথাতু পাপং স্পৃশেদেবেত্যাহুঃ তৎপাতকং বিদ্বদ্ভিরিতি ॥

কাষ্ঠখণ্ডের মূল ও অগ্রভাগ অগ্নি দ্বারা উদ্দীপিত হইলে তত্রস্থ পিপীলিকাদির যেমন উভয় দিক্ হইতে বিপদ উপস্থিত হয়, পরিত্রাণের পথ পায় না, তাহার ন্যায়,এখন প্রজা সকলের তস্কর ও পালক হইতে সুমহদ্দুঃখ উপস্থিত ॥ ৬ ॥

এই বেণ রাজপদের যোগ্য পাত্র নয়, কেবল আমরা অরাজক ভয়ে ইহাকে রাজা কহিয়াছিলাম কিন্তু ইহা হইতেই প্রজাজনের মহৎ উৎপাত উপস্থিত হইল, এখন দেহধারি মানবগণের কি উপায়ে মঙ্গল হইবে ? ॥ ৭ ॥

হায় ! আমরা ইহাকে রাজাসন প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতে সর্পকে যেমন দুগ্ধ দিয়া পোষণ করিলে সে পোষকেরও অনর্থ ঘটায় তাহার ন্যায় এ দুরাত্মা আমাদেরও অনিষ্ট করিতেছে ॥ ৮ ॥

অহো ! সুনীথা গর্ভজাত বেণ স্বভাবতঃ খল, আমরা ইহাকে প্রজাপালক রূপে নিরূপিত করিয়াছিলাম, সে প্রজাদিগকে পালন না করিয়া স্বয়ং বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

সে যাহা হউক, এখন তাহার পাতক আমাদিগকে স্পর্শ না করে একারণ চল আমরা তাহাকে একবার সান্ত্বনা করিয়া দেখি, অন্যের পাপ অন্যত্র সংক্রামিত হয় না সত্য, কিন্তু তাহার পাপ আমা-

সান্ত্বিতো যদি নোবাচং ন গ্রহীষ্যত্যধর্ম্মকৃৎ। লোকধিক্কারসন্দগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥ ১০ ॥
এবমধ্যবসায়েন মুনয়ো গূঢ়মন্যবঃ। উপব্রজ্যাহব্রুবন্ বেণং সান্ত্বয়িত্বাথ সামভিঃ।
নৃপবর্য্য নিবোধৈতদ্যতে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ। আয়ুঃ শ্রী বল কীর্ত্তীনাং তব তাত বিবর্দ্ধনং ॥ ১১ ॥
ধর্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃ কায়শুদ্ধিভিঃ। লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যপ্যানন্ত্যমসঙ্গিনাং ॥ ১২ ॥
স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ। যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্য্যাদবরোহতি ॥ ১৩ ॥
রাজন্যোহসাধ্বমাত্যেভ্যশ্চৌরাদিভ্যঃ প্রজানৃপ। রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্ণন্নিহ প্রেত্যচ মোদতে।
যস্য রাষ্ট্রে পুরেচৈব ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ। ইজ্যতে স্বেন ধর্ম্মেণ জনৈ র্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ।

শ্রীধরস্বামী।

গূঢ়ো মন্যুর্যেষাং সামভিঃ প্রিয়োক্তিভিঃ ॥ ১১ ॥
নিষ্কামাণাং আনন্ত্যং মোক্ষমপি ॥ ১২ ॥
মাবিনশেৎ মাবিনশ্যতু ॥ ১৩ ॥
অসাধবো যে অমাত্যাঃ তেভ্যঃ যথা যথাশাস্ত্রং ॥ ১৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যস্য রাষ্ট্রে ইতি যুগ্মকং ॥ ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দহিষ্যামঃ ধক্ষ্যামঃ ॥ ১০। ১১ ॥
অসঙ্গিনাং নিষ্কামাণামানন্ত্যং মোক্ষং ॥ ১২ ॥
মা বিনশেৎ মা বিনশ্যতু ॥ ১৩ ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু আত্মা মনো যেষাং তৈঃ ॥ ১৪ ॥

দিগকে সংস্পর্শ করিবার কারণ আছে, আমরা অসচ্চরিত্র জানিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক ঐ দুরাত্মাকে রাজা করিয়াছি। অতএব তাহার নিকটে গিয়া প্রথমে বিবিধ প্রকারে বুঝাই, প্রবোধিত হইয়াও যদি আমাদের বাক্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলে একেত সে সকল লোকের ধিক্কারে দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আবার আমরা স্ব স্ব তেজঃ দ্বারা দগ্ধ করিব ॥ ১০ ॥

বৎস বিদুর! মুনিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক বেণের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং প্রিয় বচন দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা তোমাকে যাহা জ্ঞাপন করিব অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। হে তাত! তাহাতে মনোযোগ করিলে তোমার আয়ুঃ, শ্রী, বল এবং কীর্ত্তি বৃদ্ধিশীল হইবে ॥ ১১ ॥

বৎস! কায় মনঃ বাক্য শোধন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহাতে পুরুষদিগের এমত লোক প্রাপ্তি হয় যে সেখানে শোকের লেশ মাত্রও নাই। আর নিষ্কাম মানবদিগের ঐ ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অতএব হে বীর! ধর্ম্ম পরম পদার্থ প্রজাবর্গের কল্যাণ স্বরূপ, তাহা যেন নষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্ম নষ্ট হইলে নরপতির রাজ্যৈশ্বর্য্য সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্! দুষ্ট আমাত্য এবং চৌরাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া যে রাজা বিহিত কর গ্রহণ করেন তাঁহার ইহকালে ও পরকালে পরমসুখ সম্ভোগ হয়। মহারাজ! যাঁহার রাজ্যে এবং

তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে।
তস্মিংস্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে। লোকাঃ সপালা হ্যেতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
তং সর্ব্বলোকামরযজ্ঞ সংগ্রহং ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ং।
যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্যজতো ভবায় তে রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধু মর্হসি ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞেন যুষ্মদ্বিষয়ে দ্বিজাতিভি র্বিতায়মানেন সুরাঃ কলা হরেঃ।
স্বিষ্টাঃ সুতুষ্টাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং তদ্ধেলনং নার্হতি বীর চেষ্টিতং। ১৬ ॥
শ্রীবেণ উবাচ ॥
বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ। যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে।
অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরং। নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্রচ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বান্ লোকাংশ্চ তৎপালান্ অমরাংশ্চ তৎপ্রাপকান্ যজ্ঞাংশ্চ সংগৃহ্নাতি নিষচ্ছতীতি তথা তং। বিচিত্রৈ র্যজ্ঞদ্রব্যাদিভিঃ। অভবায় সমৃদ্ধয়ে স্বদেশান্ তদ্বাসিনো জনান্ অনুরোদ্ধুং অনুবর্ত্তিতুং ॥ ১৫ ॥
যুষ্মদ্বিষয়ে স্বদ্দেশে। হরেঃ কলাঃ অংশাঃ সুরাঃ তেষাং সুরাণাং হেলনমবজ্ঞাং ॥ ১৬ ॥
বালিশা অজ্ঞা বৃত্তিদমন্নাদিপ্রদং মাং হিত্বা ॥ ১৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তে ভবায় তবৈব ভূত্যৈ যজতো যজন কর্ত্তৃন্ স্বদেশবর্ত্তিনো জনান্ অনুরোদ্ধুং তত্রৈব যজনে প্রবর্ত্তয়িতুং ॥ ১৫ ॥
চেষ্টিতুং কর্ত্তুং ॥ ১৬ ॥
বৃত্তিদং পতিমিতি অদ্যৈব ময়া ফল মূলাদিত্রোটনে নিষিদ্ধে সদ্যএব মরিষ্যথেতি ভাবঃ ॥ ১৭। ১৮। ১৯। ২০ ॥

পুরমধ্যে প্রজা সকল স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করেন, সেই নিজ শাসনে অবস্থিত রাজার প্রতি বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান্ পরিতুষ্ট হয়েন। হে রাজন্! ভগবান্ হরি জগতের ঈশ্বর সকলেরও ঈশ্বর, যাবন্ত লোকপাল সকলেই পরমাদর সমন্বিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন, তিনি তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য রহিল? ॥ ১৪ ॥

হে নরনাথ! সেই ভগবান্ সকল লোক, লোকপাল এবং যজ্ঞের নিয়ামক, আর বেদময়, দ্রব্যময় ও তপোময়। তোমার স্বদেশবাসী যে সকল লোক বিবিধ যজ্ঞ দ্রব্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ নিমিত্ত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে যোগ্য হও ॥ ১৫ ॥

হে বীর! ব্রাহ্মণেরা তোমার দেশে যজ্ঞ বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা ভগবান্ হরির অংশে যে সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতেছেন তাঁহারা তুষ্ট হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন, অতএব তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করা তোমার উচিত হয় না ॥ ১৬ ॥

মুনিগণের ঐ সকল উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া বেণ ক্রোধে অধীর হইল এবং কহিল, অহে! তোমরা বড় মূর্খ, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিতেছ, আমি সকলের অন্নাদিপ্রদ পতি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা উপপতির তুল্য অন্যের উপাসনা করে তাহারা অতি মূঢ়, আমি যে নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে তাহারা তদ্রূপ জানিয়া অবজ্ঞা করে, কিন্তু ঐ অপরাধে ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি তাহারা আপনাদের মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী। ভর্তৃস্নেহ বিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাং।
বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রোবায়ু র্যমোরবিঃ। পর্জ্যন্যোধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ॥ ১৮॥
এতে চান্যেচ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ। দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ॥ ১৯॥
তস্মান্মাং কর্ম্মভির্ব্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ। বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোগ্রভুক্ পুমান্।
ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ। অনুনীয়মান স্তদ্যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥ ২০॥
ইতি তে সৎকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা। ভগ্নায়াং ভব্যযাচ্ঞায়াং তস্মৈ বিদুর চুক্রুধুঃ।
হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতি দারুণঃ। জীবঞ্জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ ধ্রুবং।
নায়মর্হত্যসদ্বৃত্তো নরদেব বরাসনং। যো ঽধিযজ্ঞপতিং বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামী।

ভর্ত্তৃস্নেহো বিদূরে যেষাং॥ ১৮॥
যতো দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ। অতোনৃপতিরেবেশ্বরঃ ইতরে তদংশা ইতি ভাবঃ॥ ১৯॥
বলিঞ্চ করাদিকং অগ্রভুক্ আরাধ্যঃ॥ ২০॥
তেনাসৎকৃতাঃ ভগ্নায়াং ভব্যায়াং যাচ্ঞায়াং॥ ২১॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বিষ্ণুরিতি যুগ্মকং॥ ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তেনাসৎ কৃতাঃ॥
ভস্মসাৎ কুরুতে করিষ্যতে তস্মাদয়মেব ভস্মীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ২১॥

অহে ঋষিগণ! যজ্ঞপুরুষ কে? যেমন ভর্ত্তৃস্নেহ পরাঙ্মুখী অসতী স্ত্রী উপপতির প্রতি স্নেহবতী হয় তাহার ন্যায়, তোমরা আপন প্রভুর প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কাহার প্রতি এত ভক্তি করিতেছ? অহে! তোমরা কি জান না? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, মেঘ, পৃথিবী, জল॥ ১৮॥

এই সকল ও অন্যান্য যে যে দেবতা বর ও শাপ-প্রদানে সমর্থ তাঁহারা সকলেই নরপতির দেহে বর্ত্তমান, ইহাতেই রাজা সর্ব্বদেব স্বরূপ, সুতরাং তিনিই ঈশ্বর, তদ্ভিন্ন যত সকলই তাঁহার অংশমাত্র॥ ১৯

হে দ্বিজগণ! আমি সেই রাজা, তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম দ্বারা আমারই অর্চ্চনা কর এবং আমার নিমিত্ত করাদি আহরণ করহ, আমা ভিন্ন আর কে আরাধ্য আছে? উৎপথগামী পাপাত্মা বেণ বিপরীত বুদ্ধি হইয়া এই প্রকার কহিলে, মুনিগণ পুনর্ব্বার বিবিধ বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে দুরাত্মা সমস্ত মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল অতএব মুনিদের প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিল না॥ ২০॥

পণ্ডিতাভিমানী বেণ এই প্রকার বারম্বার অনাদর করাতে মুনিগণ তাহার প্রতি অতিশয় কুপিত হইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সকলে এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন। এই পাপাত্মা অতিশয় দারুণ প্রকৃতি, শীঘ্র ইহাকে বধ কর, এ পাপটা জীবিত থাকিলে নিশ্চয় জগৎকে ভস্মসাৎ করিবে। এ অতি দুরাচার, কখন নরদেবের বরাসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য নয়। এমত নির্ল্লজ্জ যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুর নিন্দা করে!॥ ২১॥

কোবৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকমৃতেঽশুভং। প্রাপ্ত ঈদৃশমৈশ্বর্য্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥ ২২ ॥
ইত্থং ব্যবসিতা হন্তমৃষয়ো গূঢ়মন্যবঃ। নিজঘ্নুর্হুষ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥ ২৩ ॥
ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরং। সুনীথা পালয়ামাস বিদ্যাযোগেন শোচতী ॥ ২৪ ॥
একদা মুনয় স্তেতু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ। হুত্বাগ্নীন্ সৎকথাশ্চক্রুরুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ২৫ ॥
বীক্ষ্যোত্থিতান্ তদোৎপাতানাহুর্লোক ভয়ঙ্করান্। অপ্যভদ্রমনাথায়া দস্যুভ্যো ন ভবেদ্ভুবঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

পরিচক্ষীত নিন্দেৎ অশুভং বেণং বিনা। কৃতঘ্নতামাহুঃ। যদনুগ্রহবিষয়ঃ সন্ ঈদৃশং ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্তঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বং গূঢ়মন্যবঃ হুষ্কৃতৈঃ হুঙ্কারৈঃ ॥ ২৩ ॥
স্বাশ্রমপদং প্রতি ঋষিভির্গতে সতি বিদ্যাযোগেন মন্ত্রসহিতয়া যুক্ত্যা। ২৪ ॥
পুংবদ্ভাব আর্ষঃ। সরস্বত্যাঃ সলিলে আপ্লুতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
তদা উত্থিতানুৎপাতান্ বীক্ষ্য ভুবোঽভদ্রং ন ভবেৎ কিমিত্যাহুঃ ॥ ২৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

বীক্ষ্যেতি। তদোৎপাতানিত্যেব স্বামী ॥ ২৬। ২৭। ২৮। ২৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

এনং বিষ্ণুং কোবা পরিচক্ষীত নিন্দেৎ। বেণং বিনা যদস্মাদীদৃশমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তোহি অনুগ্রহভাজনং ভবতি তস্মান্নিরনুগ্রহোহন্তব্য এবেতি ভাবঃ ॥ ২২। ২৩ ॥
বিদ্যাযোগেন মন্ত্রসহিতয়া তৈলাদি প্রক্ষেপযুক্ত্যা ॥ ২৪ ॥
সরস্বদিতি পুংবদ্ভাব আর্ষঃ ॥ ২৫। ২৬ ॥

এই অমঙ্গল স্বরূপ বেণ ভিন্ন অন্য কাহারও মুখে কখন বিষ্ণুর নিন্দা শুনি নাই, এ পাপাত্মা অতিশয় কৃতঘ্ন, যাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইয়া ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই নিন্দা করিতেছে ॥ ২২ ॥

বিদুর! মুনিগণের ক্রোধ পূর্ব্বে গূঢ় ছিল, এক্ষণে তাঁহারা ঐ প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোপ প্রজ্বলিত করত ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দেই বেণকে নিহত করিলেন। বৎস! ঐ দুরাত্মা ভগবান্ অচ্যুতের নিন্দা করিত, ইহাতে পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

সে যাহা হউক, ঋষিরা বেণের প্রাণ সংহার করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলে বেণজননী সুনীথা অতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন এবং বিদ্যা যোগে অর্থাৎ সমন্ত্র তৈলাদি প্রক্ষেপ দ্বারা পুত্রের কলেবর পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

একদা ঐ সকল মুনি সরস্বতীর জলে অবগাহন করিয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক তটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পরস্পর সৎকথা কহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ইত্যবসরে হঠাৎ কতক গুলা ভয়ঙ্কর উৎপাত দৃষ্টি গোচর হইল, তাহাতে তাঁহারা সচকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এ রূপ কেন হইতেছে? পৃথিবী কি নাথ হীনা হইল? দস্যুদের হইতে ইহার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে না কি? ॥ ২৬ ॥

এবং মৃশন্ত ঋষয়ো ধাবতাং সর্ব্বতো দিশং। পাংশুঃ সমুত্থিতো ভূরিশ্চৌরাণামভিলুম্পতাং ॥ ২৭ ॥
তদুপদ্রবমাজ্ঞায় লোকস্য বসুলুম্পতাং। ভর্ত্তর্য্যুপরতে তস্মিন্নন্যোন্যঞ্চ জিঘাংসতাং।
চৌরপ্রায়ং জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকং। লোকান্নাবারয়ন্ শক্তা অপি তদ্দোষদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ। স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়ো যথা ॥ ২৯
নাঙ্গস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্থাতুমর্হতি। অমোঘবীর্য্যাহি নৃপা বংশেঽস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ।

শ্রীধরস্বামী।

এবং মৃশন্তঃ ঋষয়ঃ স্থিতাঃ তদা ধাবতাং চৌরাণাং ভূরিঃ পাংশুঃ সমুত্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

তত্তদা তেষাং লোকস্য ধনং লুম্পতাং জিঘাংসতাং চোপদ্রবমাজ্ঞায় তদা চৌরপ্রায়ং অরাজকং হীনসত্ত্বঞ্চ জনপদমাজ্ঞায় শক্তা অপি অবারণে দোষ দর্শিনোপি জনা লুম্পতো লোকান্নাবারয়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

শক্তানাং ক্ষত্রিয়াণাং অবারণে দোষ ইতি কিং বক্তব্যং সমদৃগপি শান্তোপি ব্রাহ্মণোপি যদি দীনানাং সমুপেক্ষকো ভবেৎ তর্হি তস্যাপি ব্রহ্ম তপঃ স্রবতি ॥ ২৯ ॥

অত উপেক্ষাদোষ পরীহারায় নাঙ্গস্যেত্যাদি বিনিশ্চিত্য মহীপতে রুরুং তরসা মমন্থু রিত্যন্বয়ঃ। সংস্থাতুং নাশং গন্তুং। যদ্বা ঋষয় এব লুম্পতো লোকান্নাবারয়ন্। কথম্ভূতাঃ হুঙ্কারৈরেব তান্নিবারয়িতুং শক্তা অপি তৎ কিং তস্মিন্নিবারণে তন্মরণাদি দোষদর্শিনঃ নচোদাসন্ চৌরোপদ্রুতদীনোপেক্ষায়াং তপোহানিপ্রসঙ্গাৎ নচান্যং তন্নিবারকং রাজানমকুর্ব্বন্ অঙ্গবংশোচ্ছেদস্যানর্হত্বাৎ।

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তদিতি যুগ্মকং। চৌরেতি। শক্তানামপি তেষাং তদপবারণে হেতুঃ। বর শাপাভ্যাং তস্মিন্নিবারণে তপঃ ক্ষয় রূপদোষ দর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥

তর্হ্যুপেক্ষন্তামেব তত্রাহ। ব্রাহ্মণ ইতি চতুষ্কং। তর্হি কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ নাঙ্গস্যেত্যাদি ॥ ৩০। ৩১। ৩২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এবং মৃশন্তোবিচারয়ন্তঃ ঋষয়ো যাবৎ স্থিতা তাবদেবেতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥

তত্তদা তেষাং লোকস্য ধনং লুম্পতাং জিঘাংসতাঞ্চোপদ্রবমাজ্ঞায় তথা চৌরপ্রায়ং জনপদঞ্চাজ্ঞায় যে শক্তা অপ্যবারণে দোষ দর্শিনোপি জনাঃ ক্ষত্রিয়লোকাঃ আত্মনএব রক্ষন্তঃ কিমস্মাকমন্যৈরিত্যুদাসীনা অন্যান্ লুম্পতো লোকান্নাবারয়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

শক্তানাং ক্ষত্রিয়াণামবারণে দোষ ইতি কিং বক্তব্যং সমদৃগপি শান্তোপি ব্রাহ্মণো দীনানাং সমুপেক্ষকো ভবেত্তর্হি তস্যাপি

ঋষিরা বসিয়া এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন এমত সময়ে সকল দিক্ হইতে ধাবমান ধনলুণ্ঠনকারি চৌরগণের ভূরি ভূরি ধূলি উত্থিত হইল ॥ ২৭ ॥

ঐ সকল তস্কর ভূপতির মরণে নির্ভয় হইয়া লোকদিগের ধন লুণ্ঠন ও পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ প্রকার উপদ্রব অবগত হইয়া এবং জনপদকে অরাজক ও হীনসত্ত্ব দেখিয়া সমর্থ ব্যক্তিরাও ঐ সকল দস্যুকে নিবারণ করিতেছিল না, যদিও তাদৃশ উপদ্রব নিবারণ না করিলে দোষ হয় ইহা তাহাদের জ্ঞাত ছিল ॥ ২৮ ॥

কিন্তু এ রূপ উপদ্রব নিবারণ না করিলে শক্তিমান্ ক্ষত্রিয় জাতির যে গুরুতর দোষ হয় এ কথা আর বক্তব্য কি? সর্ব্বত্র সমদর্শি প্রশান্তেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরাও যদি দীনজনের ক্লেশ মোচনে উপেক্ষা করেন তাঁহাদেরও ব্রহ্মতপঃ, ভগ্নভাণ্ড হইতে দুগ্ধক্ষরণের ন্যায়, ক্ষরিয়া পড়ে ॥ ২৯ ॥

অতএব আপনাদের উপেক্ষা দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ সকল ঋষি এই নিশ্চয় করিলেন রাজর্ষি অঙ্গের বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত হয় না, ঐ বংশে অমোঘ বীর্য্য ভগবৎ পরায়ণ ভূরি ভূরি

বিনিশ্চিত্যৈবমৃষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ। মমন্থুরুরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহুকো নরঃ ॥ ৩০ ॥
কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহু র্মহাহনুঃ। হ্রস্বপান্নিম্ন নাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ।
তস্ত তেঽঞ্জনতং দীনং কিং করোমীতি বাদিনং। নিষীদেত্যব্রুবং স্তাত স নিষাদ স্ততোঽভবৎ ॥ ৩১
তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা গিরি কানন গোচরাঃ। যেনাহরজ্জায়মানোবেণকল্মষমুল্বণং ॥ ৩২ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুচরিতে নিষাদোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীধরস্বামী।

অতো বেণস্যৈব দেহং মমন্থুরিতি যোজ্যং বাহুকো বামনঃ ॥ ৩০ ॥
তমেবাহ কাক ইব কৃষ্ণঃ। মহত্যৌ হনূ কপোলপ্রান্তৌ যস্য হ্রস্বৌ পাদৌ যস্য ॥ ৩১ ॥
গিরিঃ কাননঞ্চ গোচর আশ্রয়ঃ নতু পুরাদি প্রবেশো যেষাং তে। তত্র হেতুঃ। যেন কারণেনাসাবহরৎ। ততস্তস্য বংশ্যাস্তথা ভূতাঃ ॥ ৩২ ॥
॥ * ॥ ইতি চতুর্থে চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৪ ॥ * ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভস্য চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ব্রহ্ম তপঃ স্রবতি ॥ ২৯। ৩০ ॥
নন্বেবঞ্চেত্তর্হি ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ঃ কথং নিশ্চিন্তাঃ স্থিতাঃ সত্যং ত এব স্বৈর্দস্যবধ প্রজাপালনাভ্যাং তপঃ ক্ষয় বিক্ষেপাদিক মালক্ষ্য কোপ্যেকোজনো রাজা কর্ত্তব্য ইতি ব্যবস্থায়াং পরামৃশ্যাহুঃ নাঙ্গস্যেতি সংস্থাতুং নষ্টীভবিতুং বাহুকো বামন ইতি প্রথমং তদ্দেহান্মাত্রাংশঃ পৃথগ্ভূয় প্রকটীবভূবেত্যর্থঃ ॥
নিষীদেতি নাসৌ রাজযোগ্য ইতি ব্যবসায়েত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
যেন কারণেনাসৌ জায়মানো বেণকল্মষমহরৎ জগ্রাহ তেন স নিষাদো নীচজাতিরভবৎ। তস্য বংশ্যাস্তু নৈষাদা অতি নীচা অভুবন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥
॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্দ্দশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ভূপতি হইয়াছিলেন। বিদুর! মুনিগণ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মৃত বেণের উরুদেশ মন্থন করিলেন, তাহাতে খর্ব্বাকৃতি একটা পুরুষ জন্মিল ॥ ৩০ ॥

সে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার অঙ্গ সকল অতিশয় হ্রস্ব এবং বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র, কপোলের দুই প্রান্ত ভাগ বৃহৎ, দুই চরণ খর্ব্ব, নাসাগ্র নিম্ন, চক্ষুঃ লাল এবং কেশ তাম্রবর্ণ। সে ব্যক্তি দীন ভাবে নত হইয়া "কি করিব" এই কথা বলিতে লাগিল। ঋষিরা ঐ কথায় নিষীদ অর্থাৎ বৈস, এই মাত্র বলিলেন। বিদুর! মুনিগণ নিষীদ বলাতেই ঐ উৎপন্ন ব্যক্তি নিষাদ নামে বিখ্যাত হইল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর তাহার যে বংশ হয় তাহার নাম নৈষাদ হইয়াছে। ঐ বংশীয় ব্যক্তিরা পর্ব্বত ও বনে বাস করিতেছে, তাহাদের পুরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, কারণ ঐ নিষাদ জন্মিয়াই বেণের গুরুতর পাপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতেই তদ্বংশীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রকার হইল ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ চতুর্থে চতুর্দ্দশ ॥ * ॥